শ্রীদক্ষিণেশ্বর।

শ্রীপ্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায়।

১৩১৯

মূল্য ।০ আনা।

স্বর্গীয়

মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

ফাল্গুণ শুক্লা দ্বিতীয়া ৮১ রামকৃষ্ণাব্দ।	গ্রন্থকার।

সূচী।
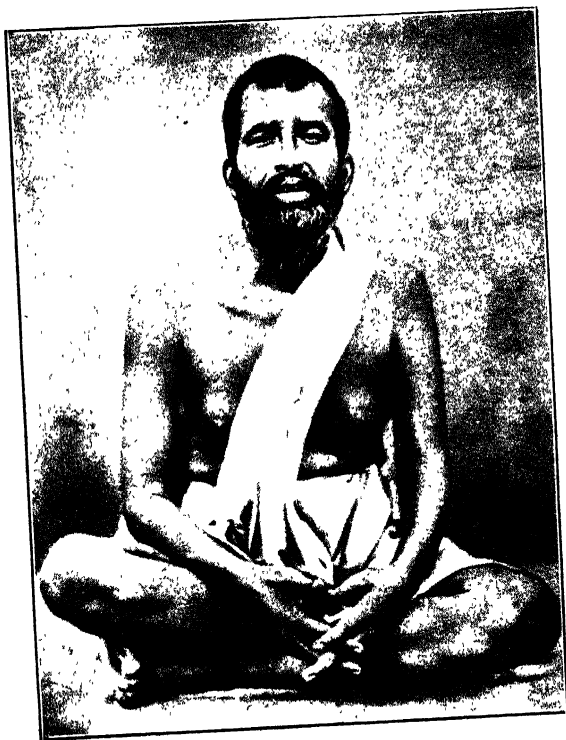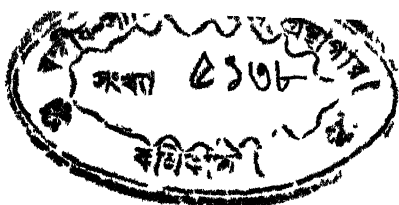
শ্রীদক্ষিণেশ্বর।

প্রীতরাম।

পলাশী যুদ্ধের চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দরিদ্রের গৃহে প্রীতরাম দাস জন্মগ্রহণ কবেন। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গালাভাষা ও গণিত শিক্ষা করিয়া ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মাতাপিতৃহীন প্রীতরাম রামতনু ও কালীপ্রসাদ নামক দুই কনিষ্ঠ সহোদরসহ কলিকাতায় জানবাজারের তদানীন্তন বিখ্যাত জমিদার মান্না-বাবুদিগের পুরস্ত্রী পিতৃষ্বসার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অল্প ইংরাজি ভাষা শিখিয়া দালালী ও ফোর্টউইলিয়মে ইংরাজ সৈন্যের রসদ যোগাইবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে ফোর্টের জনৈক পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া প্রীতরাম তাঁহার সহিত ঢাকায় গমন করেন ও তথায় উক্ত ইংরাজের সাহায্যে নাটোর রাজসরকারে এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রীতরাম সঞ্চিত অর্থসহ নাটোর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া আশ্রয়দাতা মান্না-পরিবারে যুগলমান্নার একাদশবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণে

জানবাজারে কয়েকখানি বাড়ী ও যোল বিঘা জমি যৌতুক লাভ করেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ প্রথম পুত্র হরচন্দ্র ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রীতরাম আমদানী ও রপ্তানীর কার্য্য করিতেন; পরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বরণ কোম্পানী নামক তদানীন্তন ইংরাজ বণিকদলের মুৎসুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নাটোররাজের অধিকারস্থ কয়েকটী পরগণা লাটে উঠিলে দেওয়ান শিবরাম সান্যালের সহায়তায় প্রীতরাম উনিশহাজার টাকায় মকিমপুর পরগণা খরিদ করিলেন। কনিষ্ঠ সহোদর কালীপ্রসাদ নবক্রীত পরগণার নায়েবের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া জমিদারী হইতে কলিকাতায় বাঁশ, কাঠ, মৎস্য প্রভৃতি চালান দিতে লাগিলেন; প্রীতরাম ঐ সকল পণ্য বিক্রয়ের জন্য বেলেঘাটায় একটি আড়ত স্থাপন করিলেন। অনেকগুলি বাঁশ একত্রে বাঁধিয়া নদীতে ভাসাইয়া আনা হয়, ইহাকে বাঁশের মাড় বলে, বংশব্যবসায়ী প্রীতরাম এইরূপে মাড় নামক ব্যবসায়গত উপাধি লাভ করেন। এই সময়েই বেলেঘাটায় একটি লবণের আড়ত স্থাপিত হয়।

প্রীতরাম পুত্রদ্বয়কে তৎকালসুলভ শিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ ও সেই বৎসরেই স্ত্রীবিয়োগ হইলে, প্রীতরাম পরবৎসর পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দেন; সে স্ত্রীও

বিবাহবৎসরেই গতায়ু হন। ঐ বৎসরেই জ্যেষ্ঠপুত্র নিঃসন্তান হরচন্দ্র একমাত্র বিধবা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রীতরাম কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্রের তৃতীয়বার বিবাহ দেন। রাজচন্দ্রের এই সহধর্ম্মিণী উত্তরকালবিখ্যাতা রাণী রাসমণি। প্রীতরামের জীবদ্দশায় রাজচন্দ্র ও রাসমণির দুইটী কন্যা পদ্মমণি ও কুমারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে প্রীতরাম জানবাজারে বর্ত্তমান পারিবারিক আবাস নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সার্দ্ধছয়লক্ষমুদ্রা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে চৌষট্টী বৎসর বয়সে প্রীতরাম দাস পরলোক গমন করেন।

রাজচন্দ্র।

প্রীতরামের মৃত্যুর পর পুত্র রাজচন্দ্র পিতার ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ও উন্নতিবিধান করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে কলভিন্ কাউই কোম্পানিকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তিনি তাঁমারচাদর, কস্তুরা, অহিফেন, নীল প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী করিতেন। রাজচন্দ্র ব্যবসায়দক্ষ ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন; নিলামে পঁচিশহাজার টাকার অহিফেন ক্রয় করিয়া এবং সেই দিনেই পঁচাত্তরহাজার টাকায় তাহা বিক্রয় করিয়া তিনি একদিনে পঞ্চাশহাজার টাকা লাভ করেন।

পিতৃবিয়োগ বৎসরেই রাজচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা করুণা-ময়ী ভূমিষ্ঠা হন; পর বৎসর রাজচন্দ্র জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্রের পত্নী রাসমণি এক মৃতপুত্র প্রসব করিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ী একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, রাজচন্দ্র পরবৎসর কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার সহিত করুণাময়ীর স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাসের বিবাহ দেন। মথুরামোহন পরমহংসদেবের প্রথম ভক্ত।

রাজচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সৎকার্য্যে অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন। তিনি দশ বার জন

ছাত্রের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পত্নীর প্রার্থনায় রাজচন্দ্র বাবুঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যেই বাবুরোড নির্ম্মাণ, বেলেঘাটার খালখনন, নিমতলায় ঘাট ও মুমূর্ষু নিবাস স্থাপন, আহিরীটোলায় ঘাট নির্ম্মাণ, মেটকাফ্ হলে পাঁচহাজার টাকা দান এবং হিন্দু-কলেজে ও দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ সদনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছিল। লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ-দর্শনে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্রকে রায় উপাধিমণ্ডিত করেন। রাজসম্মান লাভের তিন বৎসর পরে, পঁয়ত্রিশলক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে রায় রাজচন্দ্র দাস পরলোক গমন করেন।

রাসমণি।

রাজচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী রাসমণি দাসী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কোণাগ্রামে কৃষ্ণভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস ও মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। হরেকৃষ্ণের কয়েকটী পুত্র ছিল, একমাত্র কন্যা রাসমণি তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার সন্তান। হরেকৃষ্ণ শ্রমজীবী ছিলেন; কায়িক পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহার সমস্তই ব্যয়িত হইত, সঞ্চয়ের জন্য প্রায় কিছুই থাকিত না। তিনি বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন, কন্যা রাসমণিকে স্বয়ং লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। সপ্তমবর্ষ বয়সে রাসমণির মাতৃ-বিয়োগ হয়।

রাজচন্দ্রের দ্বিতীয়বার স্ত্রীবিয়োগ হইলে বধূ অন্বেষণে প্রেরিত প্রীতরামের লোক হালিসহরে জাহ্নবীতীরে জীর্ণবস্ত্র-পরিধানা গৌরবর্ণা সুশ্রী রাসমণিকে দেখিয়া ও তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকেই রাজচন্দ্রের ভাবীপত্নী মনোনীত করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে একাদশবর্ষ বয়সে রাসমণি রাজচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হন। রাজচন্দ্র রাসমণির পিতৃগৃহে প্রাপ্ত শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান করেন। তাঁহাদের তেত্রিশ বৎসরের দাম্পত্যজীবন সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাসমণির পিতৃবিয়োগ ও তৃতীয়া কন্যা করুণা-

ময়ীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পাঁচবৎসর পরে রাজচন্দ্র পরলোকগমন করিলে রাসমণি পঞ্চান্নহাজার টাকা ব্যয়ে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পতিপরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

রাসমণি তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিশালিনী ছিলেন। ভাগিরথীতে মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরগণের উপর করস্থাপনের চেষ্টা এই প্রতিভাময়ী রমণীর কৌশলে নিষ্ফল হইয়াছিল। পতি-বিয়োগের পরবৎসর রাসমণি জানবাজার বাটীতে সমারোহে রাসোৎসব করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার জন্য রৌপ্যরথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুইটী উৎসব ব্যতীত রাসমণি শরৎকালে আনন্দময়ী প্রতিমার বাৎসরিক অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করিলেন। লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার স্বভাবতই উৎসাহ ছিল। সোণাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার, কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষু নিবাস, হালিসহরে জাহ্নবীতীরে ঘাট, সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কতকদূর পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থযাত্রা করিয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন। পুরীধামে তিনি তিনখানি বৃহৎ ও কয়েকখানি ক্ষুদ্র সুবর্ণমুকুট দেবতাসাৎ ও সর্ব্বসাধারণকে একদিন মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। এই তেজস্বিনী ও দয়াবতী রমণী, দয়া ও দানমুগ্ধ জনসাধারণ-কর্ত্তৃক রাণী রাসমণি নামে অভিহিতা হইতেন।

দেবালয় নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া রাসমণি বারাণসীতে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে বারাণসী প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাইতে হইলে ধনীর পক্ষে জলপথই প্রশস্ত ছিল। বিশ্বেশ্বর দর্শনাভিলাষিণী রাসমণি প্রয়োজনীয় খাদ্য, রক্ষক, চিকিৎসক, অনুচর এবং আত্মীয়বর্গ সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রার উদ্দেশ্যে পঁচিশখানি বজরা সজ্জিত করাই-লেন। যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল। তখন বঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। রাসমণি গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া বজরায় যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ছিল তাহা দরিদ্রসাৎ করিলেন। বারাণসীর পরিবর্ত্তে তিনি নিম্নবঙ্গে ভাগিরথী-তীরে দেবালয় নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন; এই সদিচ্ছার পরিণতি পুণ্যভূমি দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন। বারাণসীতে ক্রীত ভূমিখণ্ডে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৯ মার্চ্চ (১৩০০ সাল ৬ চৈত্র) সোমবার রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস ত্রৈলোক্যে-শ্বর নামক শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক চারিশত টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন।

রাসমণি জামাতা মথুরামোহনের উপর স্থান নির্ব্বাচন ও দেবালয়নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করেন। দক্ষিণেশ্বরে ভাগিরথীতীরে কোম্পানির বারুদাগারের দক্ষিণে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের হেষ্টি নামক একজন ইংরাজ এটর্ণী কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। মথুরামোহন এই কুঠী সমেত ষাট বিঘা জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে দেবালয়

প্রস্তুত করিলে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ৩১মে (১২৬২ সাল ১৮ জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিবসে রাসমণির ইষ্টদেবতার নামে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে সেই শুভদিনে নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থান, এমন কি সুদূর কান্যকুব্জ বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে আমন্ত্রিত বহু অধ্যাপক, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া প্রত্যেকে রেশমীবস্ত্র ও উত্তরীয় এবং পাথেয় ও বিদায় হিসাবে অন্যূন একটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। দেবালয় নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাসমণি নয়লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন এবং পাঁচলক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা ক্রয় করিয়া তাহা দেবালয়ের সম্পত্তি করিয়া দেন। রাসমণির এই কীর্ত্তির অনুকরণে কন্যা জগদম্বা দাসী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল (১২৮১ সাল ৩০ চৈত্র) সোমবার তিনলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বারাকপুরের সন্নিহিত টিটাগড়ে অন্নপূর্ণার মন্দির এবং দৌহিত্রের পুত্রবধু গিরিবালা দাসী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১জুন (১৩১৮ সাল ১৮ জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আগড়পাড়ায় রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসমণি মকিমপুর জমিদারীর প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন এবং প্রজার মঙ্গলের জন্য দশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার খালের সংযোগ বিধান করেন, এই নবখনিত খালের নাম টোনার

খাল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময় যখন সকলেই কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিতে ব্যস্ত,রাসমণি সে সময়ে বিস্তর কাগজ খরিদ করিয়াছিলেন। সেই অশান্তি ও গোলযোগের সময় তিনি কোম্পানিকে ছয়টী হস্তী, প্রচুর খাদ্য ও অর্থদান করিয়াছিলেন। চব্বিশবৎসর বৈধব্যজীবন যাপনের পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯ ফেব্রুয়ারি (১২৬৭ সাল ৯ ফাল্গুণ) মঙ্গলবার জ্বর রোগে এই পুণ্যবতী রমণী পরলোক গমন করেন।

ঔদার্য্য, প্রফুল্লতা, অমায়িকতা ও সকলের প্রতি সম-ব্যবহার রাসমণির চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া সূর্য্যোদয় দর্শনান্তর একজন ব্রাহ্মণকে একটি মুদ্রা দান করিতেন ও অষ্টোত্তরশত দুর্গানাম লিখিতেন। প্রাতঃকৃত্যের পর দুই তিন ঘণ্টা বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এই সময়ে তাঁহার কোন দৌহিত্র দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। অতঃপর স্নান আহ্নিক শেষ ও দীন দরিদ্রকে দ্বাদশটী মুদ্রা দান করিয়া, অপরাহ্নে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন; সায়ংকালে দেব বন্দনার পর পৌরবর্গের সহিত সদালাপ করিতেন। বৈষ্ণব পরিবারে রাসমণির জন্ম ও শৈব পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র গোঁড়ামি ছিল না। পরমহংসদেবের প্রতি রাসমণি অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

কৃষ্ণরাম দাস।
প্রীতরাম
রামতনু
কালীপ্রসাদ
হরচন্দ্র
রাজচন্দ্র = রাসমণি
অভয়াচরণ
উমাচরণ
পদ্মমণি = রামচন্দ্রদাস
কুমারী = প্যারীচৌধুরী
করুণাময়ী = মথুরামোহনবিশ্বাস = জগদম্বা
যদুনাথ
ভূপাল
গণেশ
বলরাম
সীতানাথ
দ্বারিক
ত্রৈলোক্য
ঠাকুরদাস
অমৃত
শ্যামাচরণ
শ্যাম
শিব
যোগীন্দ্র
অজিত
গোপালকৃষ্ণ = গিরিবালা
চণ্ডী
প্রসন্ন
দুলাল
কিশোর
নন্দ
শ্রীগোপাল
ব্রজগোপাল
নৃত্যগোপাল
মোহনগোপাল
গুরুদাস
কালিদাস
দুর্গাদাস
শশী
গিরীন্দ্র
মনীন্দ্র
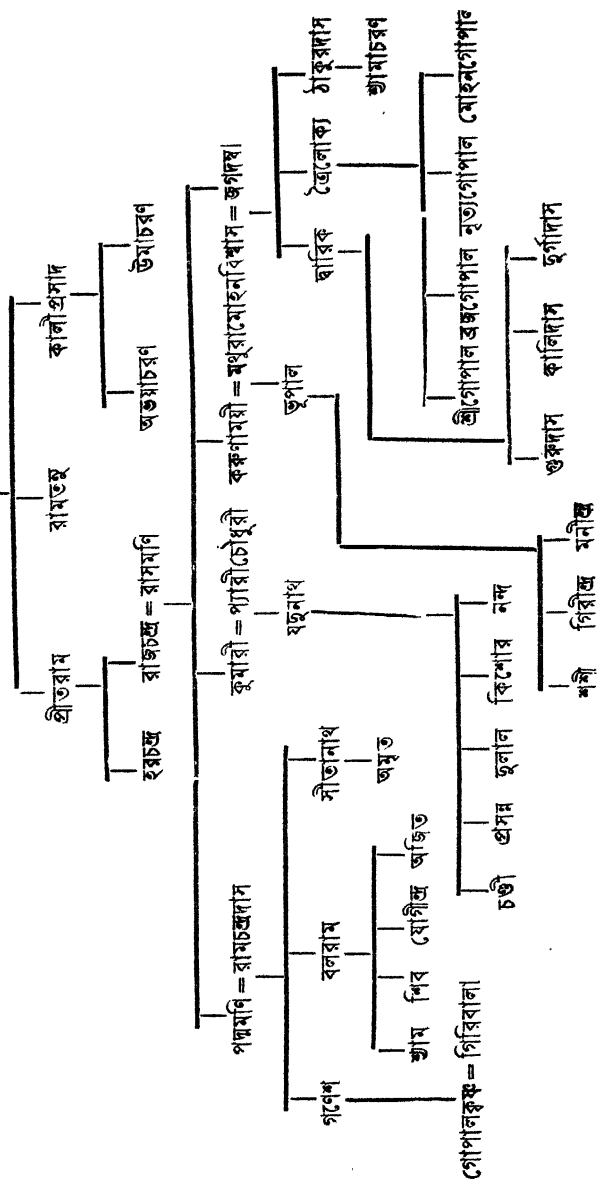
দেবালয়।

কলুষনাশিনী ভাগিরথীর তরঙ্গাভিঘাত হইতে তটরক্ষা করিবার জন্য নদীতল হইতে ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ পোস্তা গাঁথান আছে। নদীগর্ভ হইতে সুবিস্তৃত সোপানাবলী উত্থিত হইয়া এই পোস্তাকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উভয় ভাগ পোস্তার উপরে বেল, যুথী, মল্লিকা, চামেলী, গোলাপ প্রভৃতি কুসুমসুবাসিত মনোরম পুষ্পস্থান হরিশির-বিহারিণী তুলসীর উচ্চ মঞ্চে শোভিত। দক্ষিণভাগের তুলসী-মঞ্চের পশ্চিমে দেবালয়রক্ষকগণের ব্যায়ামস্থল ও সিন্দুর-মণ্ডিত মহাবীরের প্রতিমা। ঘাটের চাতালের উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত দুইটী রাস্তা উত্তরদিকে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ-দিকে নহবৎখানা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা দুইটীর পূর্ব্ব-দিকে অল্পপরিসর ভূমিখণ্ডে শ্রেণীবদ্ধ শ্বেত ও রক্ত করবী এবং তাহাদের অবকাশে জবা প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ আছে; এই ভূমি-খণ্ডের পূর্ব্বসীমায় দ্বাদশটী শিবমন্দির।

ঘাটের চাতালের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত প্রহরীরক্ষিত বিস্তৃত চাঁদনী শিবমন্দিরগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। চাঁদনীতে পাদুকা ত্যাগ করিয়া দুইটী সোপান অবতরণপূর্ব্বক টালিমণ্ডিত দেবালয়প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সম্মুখেই নব-চূড়াবিশিষ্ট ভবতারিণীর মন্দির। মন্দিরের নীচের থাকে
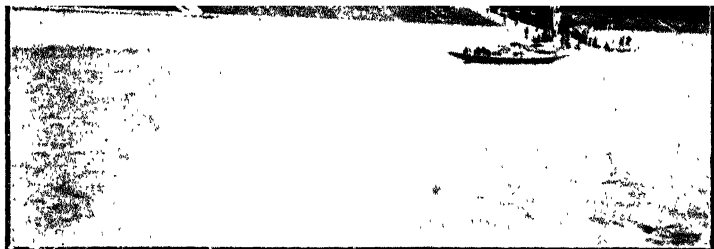
চারিটী চূড়া, তন্মধ্যে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণেরটি প্রচণ্ড ঝড়ে বক্র হইয়া গেলেও স্বস্থানচ্যুত হয় নাই ; মধ্যের থাকে আর চারিটী ও সর্ব্বোপরি একটি চূড়া। এক সময়ে মন্দিরে বজ্র-পাত হইলে, দেবীপ্রতিমার চারিপার্শ্বের মর্ম্মরপ্রস্তরগুলি বিক্ষত ও বিদীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিমার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। সেই দুর্ঘটনার পর মন্দিরের উত্তরপূর্ব্ব-কোণে বজ্রনিবারক লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে।

কালীমন্দির।

প্রাঙ্গণ হইতে প্রথমে পূর্ব্ব মুখে ও পরে উত্তর মুখে কয়েকটী সোপান এবং শ্বেত ও কৃষ্ণমর্ম্মরমণ্ডিত দালান অতি-ক্রম করিয়া ভবতারিণীর মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। শ্বেত ও কৃষ্ণমর্ম্মরমণ্ডিত মন্দিরতলে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত দ্বি-স্তবক বেদী। বেদীর উপর রৌপ্যময় বহুদলবিশিষ্ট পদ্মে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাকাল শয়িত ; তাঁহার হৃদয়োপরি ন্যস্ত-পাদা, দক্ষিণাস্যা, কৃষ্ণপ্রস্তরগঠিতা, নানাভরণভূষিতা, বারা-ণসীচেলিপরিহিতা ভবতারিণী—শ্রীরামকৃষ্ণের মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী। মার চরণে অলক্তকরাগ, তাহার উপর নূপুর, গুজরীপঞ্চম, চুট্‌কী, পাঁজেব ; কটীতটে নিমফল, পাটা ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত নরকরমালা ; প্রকোষ্ঠে বালা, নারিকেলফুল, পঁইচে ও বাউটি ; বাহুতে তাড়, তাবিজ ও বাজু ; বাম হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও দৈত্যমুণ্ড ; দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয় ; গলদেশে চিক, মুক্তার সাত-

নরী, সোণার বত্রিশনর মালা, তারাহার ও স্বুবর্ণের মুণ্ডমালা ; নাসিকায় নং; কাণে কাণবালা, কাণপাশ, ফুলঝুম্‌কো ও চৌদানি; মস্তকে মণিখচিত স্বুবর্ণমুকুট। পশ্চাতে রৌপ্য-নির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট ছটা এবং ঊর্দ্ধে রজতমণ্ডিত স্তম্ভা-বলম্বনে অবস্থিত রৌপ্যফ্রেমে আবদ্ধ বহুমূল্য চন্দ্রাতপ। পদ্মা-সনের উপর পশ্চিমদিকে অষ্টধাতুনির্ম্মিত সিংহ, পূর্ব্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে শিবা, দক্ষিণে রৌপ্যময় সিংহাসনে শ্রীধর ও দধিবামন শালগ্রামদ্বয়, কৃষ্ণ-প্রস্তরের বৃষ ও উত্তরপূর্ব্ব কোণে শ্বেত প্রস্তরের হংস। বেদীর নিম্নস্তবকে পিত্তলনির্ম্মিত সিংহাসনে সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত পরমহংসদেবের রামলালা নামক শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহমূর্ত্তি ও বাণেশ্বর শিব, এবং অপর সিংহাসনে চণ্ডীর পুঁথি। দেবীর সম্মুখে সিন্দুররঞ্জিত পুষ্পমালাশোভিত মঙ্গলঘট। মন্দির মধ্যে উত্তরপূর্ব্ব কোণে খাটের উপর বিচিত্র শয্যা ভবতারিণীর বিশ্রামের জন্য রক্ষিত।

অতিপ্রত্যুষে চারিটার সময় মাখন ও মিছরী ভোগের পর দেবীর মঙ্গলারতি হয়; বেলা নয়টার সময় নিত্যপূজা আরম্ভ হয়; দ্বিপ্রহরের মধ্যে সামিষ ভোগ নিবেদিত হইলে আরতির পর দেবতার বিশ্রামের জন্য মন্দিরদ্বার রুদ্ধ ও অপরাহ্ণ চারি-টার সময় উন্মোচিত হয়; সন্ধ্যারতির পর রাত্রি নয়টার সময় শীতলারতি হইলে মন্দির দ্বার অবরুদ্ধ হয়। দৈনিকপূজা ভিন্ন প্রতি অমাবস্যায় এবং স্নানযাত্রা (প্রতিষ্ঠাদিবস), ফল-

হারিণী পূজা, শারদীয়া, শ্যামা ও বাসন্তী পূজা প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে দেবীর বিশেষ পূজা হইয়া থাকে।

নাট্যমন্দির।

উৎসবের সময় নৃত্য গীত ও নাটকাভিনয়ের জন্য কালীমন্দিরের দক্ষিণে সুন্দর সুবিস্তৃত নাট্যমন্দির; ইহার ছাদ ষোলটী উচ্চ স্তম্ভের উপর অবস্থিত। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পরমহংসদেবের উপদেশে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মথুরামোহন এইস্থানে অন্নমেরুর অনুষ্ঠান করেন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে প্রাঙ্গণের উপর ইষ্টকনির্ম্মিত বেদীতে বলিদানস্থান।

বিষ্ণুমন্দির।

কালীমন্দিরের উত্তরে বিষ্ণুমন্দির। প্রাঙ্গণ হইতে পূর্ব্বমুখে কতিপয় সোপান এবং শ্বেত ও কৃষ্ণমর্ম্মরমণ্ডিত প্রশস্ত দালান অতিক্রম করিয়া রাধাকান্ত ও নিস্তারিণীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত মন্দিরতলে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিস্তবক বেদী। বেদীর উপর রজতমণ্ডিত ত্রিস্তবক সিংহাসনে কৃষ্ণপ্রস্তরগঠিত ত্রিভঙ্গ রাধাকান্ত বামে অষ্টধাতুবিনির্ম্মিতা নিস্তারিণীকে লইয়া পশ্চিমাস্যে বিরাজমান। রাধাকান্তের সুবর্ণনূপুরশোভিত অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণযুগল, দক্ষিণপদ বামের উপর ন্যস্ত ;পরিধানে রেশমী পীতবাস ; প্রকোষ্ঠে সুবর্ণবলয় ; করে মোহন বাঁশী ; গলদেশে চাঁপকলিহার ও তুলনর

কণ্ঠহার ; মুখে ভুবনমোহন হাসি ; কাণে মকরমুখ ও ঝুম্‌কো ; ললাট প্রদেশ অলকাতিলকবিভূষিত ; শিরে শিখিপুচ্ছশোভিত সুবর্ণমুকুট। নীলবসনা নিস্তারিণীর প্রকোষ্ঠে সুবর্ণবলয় ও মুড়কি মাতুলি, বাহুতে বাজু, গলদেশে পাঁচনর হার ও দুনর কণ্ঠহার, নাসিকায় নৎ, মস্তকে সুবর্ণমুকুট। অষ্টধাতুনির্ম্মিত গোপাল ও গরুড় রাধাকান্তের সম্মুখে ও উত্তরপশ্চিম দিকে বিরাজিত। সিংহাসন ও বেদীর স্তবকসমূহে ক্ষুদ্র রৌপ্য-সিংহাসনে শালগ্রাম, ব্রজলীলার ছবি, দুইটী শ্বেত প্রস্তরের বৃষ, পিত্তল সিংহাসনে গোপাল এবং নাম ব্রহ্ম অঙ্কিত ছবি। মন্দির মধ্যে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে খাটের উপর শয্যা, নিস্তারিণী ও রাধাকান্তের বিশ্রামের জন্য রক্ষিত।

প্রত্যুষে চারিটার সময় মাখন ও মিছরী ভোগের পর দেব-দেবীর মঙ্গলারতি হয় ; বেলা নয়টার সময় নিত্যপূজা আরম্ভ হয় ; দ্বিপ্রহরের মধ্যে নিরামিষ ভোগ নিবেদিত হইলে আরতির পর দেবদেবীর বিশ্রামের জন্য মন্দিরদ্বার রুদ্ধ ও অপরাহ্ন চারিটার সময় উন্মোচিত হয় ;সন্ধ্যারতির সময় মৃদঙ্গ ও করতালি সহযোগে নামকীর্ত্তন হয় ; রাত্রি নয়টার সময় শীতলারতি হইলে মন্দিরদ্বার অবরুদ্ধ হয়। দৈনিক পূজা ভিন্ন স্নানযাত্রা (প্রতিষ্ঠা-দিবস), রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাস ও দোলযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্বদিনে নিস্তারিণী ও রাধাকান্তের বিশেষ পূজা হয়।

শিবমন্দির।

প্রাঙ্গণ হইতে পশ্চিমমুখে কতিপয় সোপান অতিক্রম

করিয়া শিবমন্দিরের রোয়াকে উঠিতে হয়। শ্বেত ও কৃষ্ণ-প্রস্তরমণ্ডিত মন্দিরতলে মণ্ডলাকার বেদীর উপর কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ; শিবের পূর্ব্ব পার্শ্বে কৃষ্ণপ্রস্তরের বৃষ। দক্ষিণভাগের ছয়টী মন্দিরে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যথাক্রমে যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাগেশ্বর, নন্দীশ্বর বা নন্দিকেশ্বর ও নরেশ্বর বিরাজিত। উত্তরভাগের ছয়টী মন্দিরে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যথাক্রমে যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর জটীলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর ও নির্জ্জরেশ্বর বিরাজিত। সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যোপচারে শিবের পূজা ও সন্ধ্যার সময় শীতলারতি হয়। স্নানযাত্রা (প্রতিষ্ঠাদিবস) ও শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

পরমহংসমন্দির।

উত্তর ভাগের শিবমন্দির শ্রেণীর ঠিক উত্তরে, প্রাঙ্গণের উত্তরপশ্চিমকোণের গৃহে পরমহংসদেব বাস করিতেন। সিমেণ্টমণ্ডিত মন্দিরতলে দক্ষিণপশ্চিম দিকে অবস্থিত পরম-হংসদেবের ব্যবহৃত দুইটী তক্তপোষের উপর শয্যা তাঁহার ছায়া-চিত্র শোভিত। শয্যার ঊর্দ্ধে শ্বেতচন্দ্রাতপের নিম্নে কাঠের ফ্রেমে আবদ্ধ মশারি। পশ্চিমদ্বারের উপর পরমহংসদেবের চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে স্বামী বিবেকানন্দের ও উত্তর পার্শ্বে রাম-চন্দ্র দত্তের চিত্র। পশ্চিমদ্বারের উত্তর পার্শ্বে মহেন্দ্রনাথ পাল প্রদত্ত ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ-চিত্র, দক্ষিণ পার্শ্বে যশোদা ও

গোপাল, নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন, কৃষ্ণকালী, ষোড়শী, রাজরাজেশ্বরী ও বীণাপাণির চিত্র এবং নেপাল রাজপ্রতিনিধি কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রদত্ত মৃন্ময় গণপতি মূর্ত্তি ; দক্ষিণ দেয়ালে পাইকপাড়ার রাণী কাত্যায়নী প্রদত্ত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধদেব মূর্ত্তি এবং প্রহ্লাদ, ধ্রুব, গুহকালয় ও কেশবচন্দ্র সেন প্রদত্ত যীশুখৃষ্টের চিত্র ; উত্তর দেয়ালে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ছায়াচিত্র ; পূর্ব্বদক্ষিণ দ্বারের উপর সুরেন্দ্র নাথ মিত্র প্রদত্ত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের চিত্র ; শ্রীরামকৃষ্ণ-অধ্যুষিত গৃহের প্রাচীর এই সকল মূর্ত্তি ও চিত্রে শোভিত ছিল। পরমহংসমন্দিরের অন্যান্য চিত্রের মধ্যে নিমাইয়ের সন্ন্যাসের উদ্‌যোগ, স্বামী বিবেকানন্দের রঞ্জিত চিত্র, পরমহংসদেবের অষ্টাদশটী স্মরণীয় কথা, জগন্নাথমন্দিরে গরুড়স্তম্ভাবলম্বনে শ্রীচৈতন্য এবং প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত দেবালয়ের নক্সা উল্লেখযোগ্য।

পরমহংসমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি অর্দ্ধমণ্ডলাকার এবং উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বারান্দা আছে। পূর্ব্বদিকের সুদীর্ঘ বারান্দার মধ্যবর্ত্তী দেয়াল উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণভাগে পরমহংসদেব ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বরসম্বন্ধে কথা কহিতেন বা নামকীর্ত্তন করিতেন ; উত্তর ভাগে ভক্তগণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতেন ও প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারান্দার পূর্ব্বদিকে প্রহরীরক্ষিত দেবালয়ের উত্তরদ্বার কুঠীর সম্মুখে অবস্থিত।

দেবালয়ের অন্যান্য গৃহ।

দেবালয়ের উত্তরদ্বারের পূর্ব্বদিকের বারান্দা অতিথিশালা। পূর্ব্বদ্বারের উত্তরভাগের ঘরগুলি ভাণ্ডার, রাধাকান্ত ও ভবতারিণীর পৃথক পৃথক ভোগ ও নৈবেদ্যের গৃহরূপে এবং দক্ষিণভাগের ঘরগুলি মন্দিরের কর্ম্মচারীগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণদ্বারের পশ্চিমভাগের বৃহৎ ঘরটি দপ্তরখানা, এখানে খাজাঞ্চী, মুহুরী প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ অবস্থিতি করেন; পূর্ব্বভাগের ঘরগুলি কর্ম্মচারীবর্গের ব্যবহার ও দেবালয়ের আসবাব প্রভৃতি রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। পরমহংসদেবের লীলাসম্বরণের পর দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে এই ভাগের কয়েকটী ঘরে ভাঁড়ার হইত।

নহবৎখানা।

দপ্তরখানার দক্ষিণে নহবৎখানা। দেবদেবীগণের মঙ্গলারতি, পূজারম্ভ, ভোগারতি, বিশ্রামাবসান, সন্ধ্যারতি ও শয়নকালে নহবৎখানা হইতে উত্থিত মধুরধ্বনি শ্রুতিসুখকর শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে।

পরমহংসমন্দিরের উত্তরে আর একটি নহবৎখানা। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জননী গঙ্গালাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাস করিতেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া থাকিতেন। এই নহবৎখানার উত্তর পার্শ্বে সামান্য ব্যবধানে অবস্থিত দুইটী বকুলবৃক্ষ ও তাহাদের পশ্চিমে বকুলতলার ঘাট।

পঞ্চবটী।

বকুলতলা হইতে উত্তরদিকে অগ্রসর হইলে পঞ্চবটীতে উপস্থিত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এইস্থানে (ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহটির পশ্চিমে) চতুর্দ্দিকে জঙ্গলাচ্ছন্ন একটিমাত্র আমলকী বৃক্ষ ও তাহার পার্শ্বে খাদ ছিল। আমলকী বৃক্ষতলে উচ্চভূমিতে উপবেশন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যার পর ধ্যান করিতেন। হাঁসপুকুরের সংস্কারকালে উত্থিত মৃত্তিকায় খাদপূর্ণ ও জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে আমলকী বৃক্ষের নিকট অশ্বত্থ, বট, বিল্ব ও অশোক রোপিত হইয়া পঞ্চবটী প্রস্তুত হইল। পঞ্চবটীতে বৃন্দাবনের রজ ছড়াইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে গোলাকার তুলসীর বেড়া এবং মধ্যস্থলে বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় তপস্যা করিতেন। এই পঞ্চবটীর পূর্ব্বে একটি কুটীরেও পরমহংসদেব সাধন করিতেন; শিষ্য ও ভক্তগণকে তিনি এই কুটীরে সাধন করিতে উপদেশ দিতেন; সেই কুটীর উত্তরকালে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে পরিণত হইয়াছে। সাধনকুটীরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বৃন্দাবন হইতে আনীত পরমহংসদেবের রোপিত মাধবীলতা এবং পশ্চিমোত্তর দিকে সোপানযুক্ত ইষ্টকনির্ম্মিত অর্দ্ধমণ্ডলাকার বেদী শোভিত পুরাতন পঞ্চবটী। এই বেদীরও উত্তরপশ্চিমকোণে আসীন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সময়ে সময়ে ইষ্টচিন্তা করিতেন; সেই পবিত্র আসনোপরি অশ্বত্থের একটি শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

বেলতলা।

পঞ্চবটীর উত্তরে কিছুদূরে চারিটী ঝাউগাছ। এই ঝাউ-গাছগুলির উত্তরপূর্ব্বদিকে ইষ্টকনির্ম্মিতবেদীশোভিত বিল্ব-বৃক্ষ। বেলতলায় পরমহংসদেবের পঞ্চমুণ্ডীর আসন।

কুঠী।

বেলতলার দক্ষিণদিকে অশ্বশালা এবং অশ্বশালার পূর্ব্বে গোশালা ও খিড়কির ফটক। খিড়কির ফটক হইতে দেবা-লয় যাইবার রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে, পঞ্চবটীর পূর্ব্বে হাঁস-পুকুর। রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বের প্রশস্ত ভূমিতে শাক্‌সবজি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল হাঁসপুকুর হইতে লওয়া হয়। সবজি-বাগের দক্ষিণে ও রাস্তার পূর্ব্বে বিস্তৃত ভূখণ্ডে রসাল শ্রেণী। রাস্তার উপর দ্বিতল কুঠীর গাড়ীবারান্দা। দেবালয়ে আসিলে রাসমণি ও তাঁহার পরিবারবর্গ এই কুঠীতে বাস করিতেন। রাসমণি ও মথুরামোহনের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব কুঠীর নিম্নতলে পশ্চিমদিকের প্রকোষ্ঠে থাকিতেন। কুঠীর সম্মুখ দিয়া একটি রাস্তা পূর্ব্বদিকে সদর ফটক পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের দক্ষিণদিকে দেবালয়ের পূর্ব্বে গাজীপুকুর। পুকুরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত একটি অশ্বত্থবৃক্ষ, গাজীতলা। গাজীপুকুরের পশ্চিমদিকের ঘাটে দেবালয়ের ব্যবহৃত তৈজসাদি পরিষ্কৃত করা হয়। এই ঘাটের পশ্চিমেই দেবালয়ের পূর্ব্বদ্বার।

দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য শালবাড়ী পরগণার আয় নির্দ্দিষ্ট আছে। উহার বর্ত্তমান হস্তবুদ বার্ষিক প্রায় পঁয়ষট্টী

হাজার টাকা; তন্মধ্যে কলেক্টরীর খাজনা বাইশহাজার, রোডশেস্ পাঁচহাজার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় চারহাজার টাকা বাদে উহার প্রকৃত আয় বার্ষিক প্রায় চৌত্রিশহাজার টাকা। এই টাকা হইতে দেবালয়ের জন্য বার্ষিক প্রায় বার-হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। দেবালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত আছেন। ভবতারিণীর পূজক, রাধাকান্তের পূজক, তিনজন শিবের পূজক, খাজাঞ্চি ও তাঁহার সহকারী, মোহরার, ভাণ্ডারী, তিনজন পাচক ব্রাহ্মণ, কালী, বিষ্ণু ও শিবমন্দিরের চারিজন টহলদার, তিনজন কীর্ত্তনকারী, ফরাস, মালাকর, কর্ম্মকার, পরামাণিক, ছয়জন দ্বারবান, পাঁচজন মালী, চারিজন নহবৎওয়ালা, ছয়জন পরিচারক ও পরিচারিকা, দুইজন ভারী, গাজীসাহেবের পরিচারিকা, রাজমিস্ত্রী, রজক, ঝাড়ুদার, ভিস্তী, মেথর ও মুর্দ্দফরাস। রাসমণির কুলপুরোহিতবংশধর শিবমন্দিরের তিনজন পূজক দেবালয়ের বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী নহেন; অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের বার্ষিক বেতন বাবদ তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়। বেতনের টাকা এবং দেবালয়ের ভূমিখণ্ডের কালেক্টরীর বার্ষিক খাজনা একশত চুয়ান্ন, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বার্ষিক দুইশত সাতচল্লিশ ও পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ ব্যয় বার্ষিক বারশত টাকা ব্যতীত, বার্ষিক প্রায় সার্দ্ধসপ্তসহস্র মুদ্রায় দেবালয়ের দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

গদাধর।

হুগলীজেলার অন্তঃপাতী দেরে নামক গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বাস করিতেন। দরিদ্র, তেজস্বী, নিষ্ঠাবান ও ভক্ত গৃহস্থ ক্ষুদিরামের সহধর্ম্মিণী সরলা, দয়াবতী চন্দ্রমণি দেবী। গ্রাম্য জমিদারের পক্ষে সাক্ষ্যদান করেন নাই এই অপরাধে ক্ষুদিরামকে দেরেগ্রাম ত্যাগ করিয়া দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী কামারপুকুরগ্রামে বসতি স্থাপন করিতে হইল। আরামবাগের (জাহানাবাদ) চারিক্রোশ পশ্চিমে, বর্দ্ধমানের ষোলক্রোশ দক্ষিণে এবং ঘাটালের আটক্রোশ উত্তরে অবস্থিত পুণ্যভূমি কামারপুকুরে * ১২৩৯ সাল ১০ ফাল্গুণ (১৮৩২ খৃষ্টাব্দ ২১ ফেব্রুয়ারি) বুধবার রাত্রিশেষে পাঁচটা ছাপান্ন মিনিটের সময় ফাল্গুণ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ক্ষুদিরাম ও চন্দ্র-মণির চতুর্থ সন্তান ও তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শম্ভুরাম দেবশর্ম্মা (রাশ্যাশ্রিত নাম) জন্মগ্রহণ করেন। গয়াধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামানুসারে শিশুর নাম গদাধর হইল।

---

* পরমহংসদেবের কোষ্ঠীতে 'শক ১৭৫৬।১০।৯।৫৯।১২ ফাল্গুণস্য দশম দিবসে বুধবাসরে গৌরপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে' জন্ম সময় লিখিত আছে, কিন্তু ১৭৫৬ শকের উক্ত সময়, শুক্রবার কৃষ্ণানবমী তিথি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হয়। ১৭৫৪ শকের ১০ ফাল্গুণ, বুধবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র বলিয়া ১৭৫৪ শকই জন্মাব্দরূপে গৃহীত হইল।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মিষ্টভাষী শিশু গদাই পরিবার ও প্রতি-বেশীমণ্ডলে সকলেরই প্রিয় ছিলেন। পঞ্চমবর্ষ বয়সে পাঠ-শালায় প্রেরিত হইলে শিক্ষালাভে অমনোযোগী গদাধর সামান্য বাঙ্গলা লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেন, কিন্তু গণিতে তাঁহার কিছুমাত্র পারদর্শীতা জন্মিল না। কামারপুকুরে প্রতিবেশী জমিদার ধর্ম্মদাসলাহাবাবুদিগের অতিথিশালায় সর্ব্বদা সাধু-সমাগম হইত, গদাধর তাঁহাদের সঙ্গলাভ ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সুকণ্ঠ গদাধর কথকের মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির পৌরাণিকী কথা শুনিয়া তাহার আবৃত্তিতে ও যাত্রা শুনিয়া তাহার সঙ্গীতগানে লোককে মুগ্ধ করিতেন এবং সমবয়স্ক বালকগণের সহিত রাম, কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গলীলার অনুকরণে ক্রীড়া ও দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিতেন। দেবতায় গদাধরের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; বাল্যকালেই একদিন জনশূন্য প্রান্তরে অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শনে তাঁহার ভাবসমাধি হয়।

পাঠশালা পরিত্যাগের পর গদাধরের উপনয়ন সংস্কার হয়, কামারপুকুরের ধনী নাম্নী কর্ম্মকারজাতীয়া রমণী তাঁহার ভিক্ষামাতা ছিলেন। উপবীতী রামকৃষ্ণ গৃহদেবতা রঘুবীর ও রামেশ্বর বাণলিঙ্গের সেবা করিতেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গ্রহণী রোগে ক্ষুদিরাম পরলোক গমন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার কলিকাতা ঝামাপুকুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া রামকৃষ্ণ ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাঠশালার ন্যায় চতুষ্পাঠীতেও তিনি অর্থকরী বিদ্যালাভে অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। কলিকাতায় অবস্থানকালে রামকৃষ্ণ কিছুদিন কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে নারায়ণ পূজা করিতেন। রামকুমার রাসমণির দেবালয়ে ভবতারিণীর নিত্যপূজার কার্য্যে ব্রতী হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিনে রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন, কিন্তু সেই দিনেই সন্ধ্যার সময় একাকী কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন; সপ্তাহ পরে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ভ্রাতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস পরে রামকৃষ্ণের সাধন সময়ের সেবক হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া মাতুল রামকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মথুরামোহনের আগ্রহে ও রামকুমারের অনুরোধে, রামকৃষ্ণ রাধাকান্ত ও নিস্তারিণীর বেশকারের কার্য্য ও পরে তাঁহাদের নিত্যপূজা সমাধা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভবতারিণীর নিত্যপূজার কার্য্যে ব্রতী হইলে রামকুমার রাধাকান্ত ও নিস্তারিণীর পূজার ভার গ্রহণ করেন।

ভবতারিণীর পূজক রামকৃষ্ণ একান্তমনে মা'র পূজা করিতে লাগিলেন; তিনি কখন' দেবীর জন্য সুন্দর পুষ্পমালা গাঁথিতেন, কখন' দেবীর চরণে বিল্বপত্র ও জবা স্থাপন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেন, কখন' রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র প্রভৃতি সাধকগণের রচিত শ্যামাবিষয়ক গান সুকণ্ঠে গাহিয়া দেবীকে শুনাইতেন, কখন' মা'র নিকট কাতরকণ্ঠে তাঁহার দয়া প্রার্থনা করিতেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ ভবতারিণীর মন্দিরে কলিকাতা বৈঠকখানানিবাসী কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই রামকুমার পরলোক গমন করেন।

ভবতারিণীর সেবা করিতে করিতে ক্রমে রামকৃষ্ণের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সময়ে সময়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত এবং তিনি উন্মাদের ন্যায় অবস্থান করিতেন; শেষে এমন অবস্থা হইল যে দেবীর নিয়মিত পূজা কার্য্য হইতে তিনি অবসর পাইলেন, হৃদয়ানন্দ তাঁহার পরিবর্ত্তে নিত্যপূজা সমাধা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পঞ্চবটী প্রস্তুত হইলে রামকৃষ্ণ নিশীথে নিস্তব্ধ পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতেন। রামকৃষ্ণের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আত্মীয়গণ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুর হইতে দুইক্রোশ দূরবর্ত্তী জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদামণি দেবীর* সহিত তাঁহার

* ১২৬০ সাল ৮ পৌষ (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ২২ ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার সারদামণি জন্মগ্রহণ করেন।

বিবাহ দেন। বিবাহের পরেও রামকৃষ্ণের পূর্ব্বাবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। রাসমণি ও মথুরামোহন রামকৃষ্ণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন,কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

রামকৃষ্ণ অতঃপর সচ্চিদানন্দলাভ বিরোধী কামকাঞ্চন ও অহঙ্কারত্যাগ সাধন করিতে লাগিলেন। কামিনীতে তাঁহার আসক্তি ছিল না; স্ত্রীকে তিনি মাতৃস্বরূপা জ্ঞান করিতেন এবং সকল স্ত্রীলোককেই ভগবতী জ্ঞান করিয়া মাতৃসম্বোধন করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে বারনারীর মোহিনীশক্তিদ্বারা তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইবার নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়াছে। কাঞ্চনাসক্তি নিগ্রহে তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে,কোন ধাতু অথবা সঞ্চয়ের জন্য কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে গেলেই তাঁহার হাত বাঁকিয়া যাইত। ব্যয়নির্ব্বাহের সংস্থানের জন্য অনেক ভক্তের প্রচুর মুদ্রাদানের সাগ্রহ প্রার্থনা তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন। সাধনপথের আবরণস্বরূপ অহঙ্কার বা আত্মাভিমান নাশ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে দীনহীন বিবেচনা করিতেন। অভিমানশূন্য নির্ব্বিকার রামকৃষ্ণের সদসৎ, সুখদুঃখ, চন্দনপুরীষে সমজ্ঞান ছিল।

কামকাঞ্চনত্যাগ ও অহংনাশ হইলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আলুলায়িতকেশা, গৈরিকবসনা, শাস্ত্রপারদর্শিণী এক ব্রাহ্মণী দেবালয়ে আগমন করিলেন এবং বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডী-আসন প্রস্তুত করিয়া রামকৃষ্ণকে তন্ত্রোক্ত বিবিধ সাধন করাইলেন।

যশোহরবাসিনী এই ব্রাহ্মণীই সর্ব্বপ্রথম সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, রামকৃষ্ণের কোন রোগ নাই এবং তিনি উন্মাদও নহেন, তাঁহার যে সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে উহা শাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণ। মথুরামোহনের অনুরোধে কলিকাতা কলুটোলা চৈতন্যসভার সভাপতি পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ এবং বর্দ্ধমান ইঁদেশের গৌরীপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত ও পণ্ডিতগণ রামকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

তান্ত্রিকসাধনের পর রামকৃষ্ণ বৈষ্ণবমতে সাধনারম্ভ করিলেন। দেবালয়ে সমাগত জনৈক রামাইৎ সন্ন্যাসীর নিকট ভেকগ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ সেই সম্প্রদায়ের মতে সাধন করিয়াছিলেন; এই সন্ন্যাসীর নিকট হইতেই তিনি রামলালা (বালক রামচন্দ্র) বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। অতঃপর রামকৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়মতে সখিভাব প্রভৃতি বিবিধ ভাব সাধন করিলেন। এই সময় হইতে তিনি মথুরামোহনের জানবাজারের বাটীতে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতেন।

সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়ার্থ রামকৃষ্ণ ভারতে প্রচলিত প্রাচীন ও আধুনিক, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমুদয় ধর্ম্মভাব যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বনে সাধন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভাব সাধনের সময় সেই সম্প্রদায়ের কোন সিদ্ধপুরুষ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন; যেরূপ কঠিন সাধনপ্রণালী হউক না কেন, রামকৃষ্ণ তিন দিনেই তাহার চরমভাব আয়ত্ব করিতেন।

সাধনসময়ে রামকৃষ্ণের দেহ স্থূল ও তাহার লাবণ্যবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন না; সময়ে সময়ে স্থূল উত্তরীয় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিতেন। মথুরামোহন তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তোতাপুরী (ন্যাংটা) নামক দিগম্বর সিদ্ধপুরুষ দেবালয়ে আগমন করিলে রামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংস। তোতাপুরীর নিকট যোগশিক্ষা করিবার পর তৃতীয় দিবসে নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়া রামকৃষ্ণ গুরুকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তোতাপুরী তিন দিনের অধিক কোনস্থানে থাকিতেন না, কিন্তু রামকৃষ্ণের আকর্ষণে দেবালয়ে প্রায় একাদশমাস বাস করিয়া তাঁহাকে বেদান্ত শুনাইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার ফলে রামকৃষ্ণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল।

পরমহংসদেব।

নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৭ জানুয়ারী (১২৭৪ সাল ১৪ মাঘ) সোমবার পরমহংসদেব মথুরামোহনের সহিত বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রা করেন; কাশীধামে ত্রৈলিঙ্গস্বামী ও বৃন্দাবনে গঙ্গামাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর জন্মভূমিতে বর্ষাযাপন করিতেন; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী ফুলুই শ্যামবাজার গ্রামে সপ্তাহকালব্যাপী সঙ্কীর্ত্তনস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া পরমহংসদেব মুহুর্ম্মুহু ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৬ জুলাই (১২৭৮ সাল ১ শ্রাবণ) রবিবার মথুরামোহন বিশ্বাস পরলোক গমন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেব স্বীয় মন্দিরে সহধর্ম্মিণী সারদামণির চরণপূজা করিয়া তাঁহার রুদ্রাক্ষ জপমালা অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

সমাধিলাভের পর পরমহংসদেব লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি ও ভক্ত অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোন সাধু, ভক্ত বা খ্যাতনামা ব্যক্তির কথা শুনিলে তিনি তাঁহাদের দর্শন করিতে যাইতেন। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে এবং বৈষ্ণব মহোৎসবে যোগদান করিয়া পরমহংসদেব নামকীর্ত্তন করিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বেলঘরিয়ায় কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ হয়। কেশবচন্দ্র তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয়

কথা শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং পরমহংসদেবের উপদেশ শুনিবার জন্য সময়ে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। কেশবচন্দ্র সুলভসমাচার পত্রে পরমহংসদেবের কতিপয় উপদেশ প্রচার করিলে এই মহাপুরুষের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই সময় হইতেই দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে পরমহংসদেবের ভক্তমণ্ডলীর সমাগম আরম্ভ হয়।

পরমহংসদেবের পবিত্র জীবনের প্রভাবে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। তিনি সহজ, সরল গ্রাম্য ভাষায় ও অতিসুন্দর উপমায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল প্রকাশ করিতেন। দিবারাত্রিতে অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্র তিনি সমাধিস্থ হইতেন; তদবস্থায় তাঁহার নয়ন পলকশূন্য স্থির হইত, উভয়নেত্র হইতে প্রেমধারা বিগলিত হইত, অধরে মধুর হাস্য বিকশিত হইয়া ভক্তহৃদয়ে অমিয় বর্ষণ করিত, বাহ্যচৈতন্যশূন্য স্পন্দহীন দেহ প্রস্তরের ন্যায় জড়ভাব অবলম্বন করিত, কাণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে প্রণবোচ্চারণ করিলে ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত। মানুষ দেখিলেই পরমহংসদেব তাহার হৃদয়ের বহুবিধ ভাব ও জীবনের অবস্থা জানিতে পারিতেন। ভক্ত, সাধক, মদ্যপ, সমাজপরিত্যক্ত সকলকেই বিশ্বপ্রেমিক ভালবাসিতেন। যোগীজনসুলভ গৈরিক বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে পরমহংসদেব লালপাড় ধুতি, জামা, চটিজুতা প্রভৃতি গৃহস্থোপযোগী সামান্য বেশ পরিধান করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে বালকের সরলতা ছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারী (১২৮২সাল ১৬ ফাল্গুণ) রবিবার পরমহংসদেবের জন্ম তিথিতে তাঁহার জননী চন্দ্রমণি দেবী দেবালয়ে পরলোক গমন করেন।

পরমহংসদেব সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ও তাঁহার ভক্ত-গণের গৃহে গমন করিয়া কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতেন। পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় দক্ষিণেশ্বরদেবালয়ে তাঁহার ভক্তগণ প্রথম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। বেলা দশটার পর পরমহংসদেব স্নানাদি সমাপন করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। তাঁহার পরিধানে চাঁপাফুলের রঙের বস্ত্র, গলদেশে পুষ্পমালা, চরণে ও ললাটে শ্বেতচন্দনবিন্দু অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত! কীর্ত্তনানন্দের পর পরমহংসদেব ভক্তগণের সহিত একত্রে ভোজন করিতেন, তবে বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা থাকিত।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় পড়িয়া গিয়া পরমহংসদেবের হাত ভাঙ্গিয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অগষ্ট মাসে কণ্ঠরোগের সূত্রপাত হইলে চিকিৎসার জন্য ভক্তগণকর্ত্তৃক অক্টোবর মাসে তিনি শ্যামপুকুরে আনীত হন। গলনালীতে একটি 'বিচি' স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পাকিয়া উঠিল এবং উহা ফাটিয়া পূঁজ নির্গত হইতে লাগিল, সময়ে সময়ে অত্যধিক শোণিতস্রাব হইত। সুবিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি তাঁহার চিকিৎসা করিতেন; সারদামণি স্বামীর শুশ্রূষার জন্য শ্যামপুকুরে আগমন করিলেন।

ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পরমহংসদেব অন্নের মণ্ডও গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ১১ ডিসেম্বর শুক্রবার পরমহংসদেব ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরের বাগানে স্থানান্তরিত হইলেন। গলনালীর ক্ষত শুষ্ক হইয়া সময়ে সময়ে স্ফোটকাকার ধারণ করিলে তাঁহার শ্বাসক্লেশ উপস্থিত হইত ও আহার বন্ধ হইয়া যাইত। ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত ও স্বরভঙ্গ হইল। কাশীপুর উদ্যানে পরমহংসদেব আটমাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সদানন্দ মহাপুরুষ ভক্তসঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন।

১২৯৩ সাল ৩১ শ্রাবণ (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ ১৬ অগষ্ট) রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি একটা ছয়মিনিটের সময় চুয়ান্ন বৎসর বয়সে শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহাসমাধিস্থ হইলেন।

রজনীপ্রভাতে মহাসমাধির সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে ভক্তগণ আসিয়া দেখিলেন পরমহংসদেবের সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত ও কঠিন, চক্ষুঃ স্থির কিন্তু মেরুদণ্ড উষ্ণ। চিকিৎসকগণ ও আগন্তুক কতিপয় সন্ন্যাসী পরমহংসদেব মহাসমাধিস্থ স্থির করিলে, সোমবার অপরাহ্ণে ছয়টার সময় বিস্তীর্ণপর্য্যঙ্কন্যস্ত, পীতাম্বরপরিহিত, শ্বেতচন্দনানুলিপ্ত, পুষ্পমাল্যবিভূষিত পরমহংসদেবের পবিত্র কলেবর অগ্নি-

সংস্কারের জন্য সুরধুনীতীরে নীত হইল। তাম্রকলসন্যস্ত পরমহংসদেবের চিতাবশেষ কাশীপুরউদ্যানে সপ্তাহকাল রক্ষিত ছিল; জন্মাষ্টমীর দিবস তাহা স্থানান্তরিত হইয়া কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে মহাসমারোহে সমাহিত হইল। জন্মাষ্টমীতে যোগোদ্যানের রামকৃষ্ণোৎসব এই ঘটনার স্মৃতি বহন করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত বেলুড়মঠেও চিতাবশেষ রক্ষিত আছে।

ভক্তের বিশ্বাস ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার।

মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়।
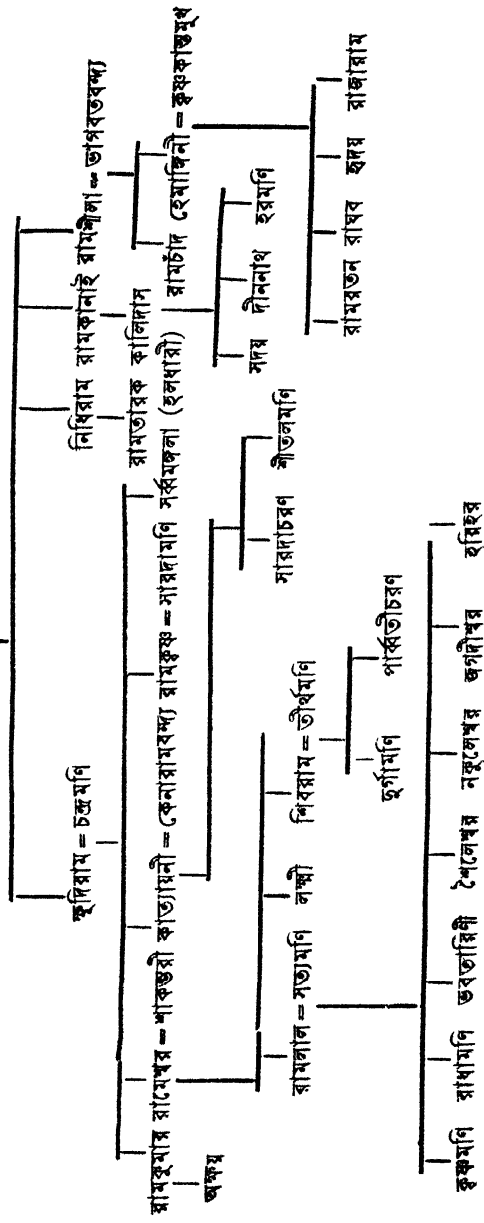
পরমহংসদেবের ধর্ম্মমত।

ধর্ম্মসম্প্রদায়।

যত মত, তত পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য, ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

তাঁহার অনন্ত নাম, অনন্ত ভাব। যাহার যে নাম আর যে ভাবে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই নামে ডাকিলে, সেই ভাবে এক অদ্বিতীয়কে ভাবিলে, ঈশ্বর লাভ হয়। যেমন ছাদে উঠিতে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়, একগাছা দড়ি দিয়ে উঠা যায়, একগাছা বাঁশ দিয়েও উঠা যায়।

ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কি তাহা মুখে বলা যায় না।

শক্তি বা মায়া।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অচল, অটল, সুমেরুবৎ। তাঁহার শক্তি-দ্বারা জগতের কার্য্য সাধিত হইতেছে। তিনি এক, তাঁহার শক্তি অনন্ত। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ; যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, যেমন সর্প স্থির আর চলিষ্ণু। ব্রহ্ম ও মায়া যেমন সমুদ্রের জল স্থির আর তরঙ্গময়।

জীব।

ব্রহ্ম অখণ্ড, জীব খণ্ড। ব্রহ্ম ও জীব, যেমন জল আর জলের বুদ্বুদ; যেমন অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গ।

ব্রহ্ম মায়া জীব,যেমন বনপথে রাম সীতা লক্ষ্মণ। আড়াই-হাত দূরে রাম, মাঝে সীতা, সীতা না সরিলে লক্ষ্মণ রামকে দেখিতে পান না; মায়া না সরিলে জীব ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না।

সাকার ও নিরাকার।

ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার; যেমন ঘণ্টার শব্দ, যতক্ষণ শোনা যায়, ততক্ষণ সাকার, তারপর নিরাকার। ব্রহ্ম সত্য আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ অহং 'আমি, আমার' এই অভিমান থাকে, যতক্ষণ আমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎ সত্য, ব্রহ্মের নানারূপও সত্য। অহংজ্ঞান ঈশ্বর হইতে ভক্তকে একটু দূরে রাখে তাই ঈশ্বরের রূপ দর্শন সম্ভব; যেমন দূরে বলে সূর্য্যকে ছোট দেখায়, কাছে গেলে এত বৃহৎ যে ধারণা করা যায় না; যেমন আকাশ দূরে দেখিলে নীলবর্ণ, কাছে দেখিলে কোন রঙ নাই।

গুরু।

ঈশ্বরের সহিত যিনি সংযোগ বিধান করেন তিনিই গুরু। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা শিষ্যের কর্ত্তব্য।

লোককে শিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্র পড়্‌তে হয়, কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ একটি কথায় বিশ্বাস করিলেই হয়।

যেমন, অন্যকে মার্‌তে হ'লে, ঢাল তরবারের দরকার হয়, কিন্তু আপনাকে মার্‌তে হলে সামান্য একটি নরুণ দিয়ে হয়।

সাধন।

সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই; ঈশ্বর আছেন, সাধন চাই। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ঈশ্বর দর্শন হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মনে ময়লা পড়ে আছে; যেমন ছুঁচ কাদায় ঢাকা থাক্‌লে আর চুম্বুকে টানে না, কাদা ধুলে তখন চুম্বুকে টানে, তেমনি মনের ময়লা চোখের জলে ধুয়ে ফেল্‌তে হয়। ঈশ্বর লাভে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন।

মন আর মুখ এক করাই সাধন।

সাধক।

খৈ ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে যেটা ছিট্‌কে খোলার বাইরে পড়ে সেটা বেদাগ হয়, আর যেগুলো খোলার ভিতর থাকে সেগুলো খই হয় বটে কিন্তু দাগ থাকে। সাধন কর্‌তে কর্‌তে যারা সংসারের বাহিরে গিয়ে পড়ে তারাই পূর্ণসিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারে। সংসারের ভিতর থেকে সিদ্ধিলাভ করা যায় বটে কিন্তু কিছু না কিছু দাগ লেগে থাকে।

মুক্তি।

মুক্তি হবে কবে, 'আমি' যাবে যবে।

যদি একান্তই 'আমি' না যায়, তবে তাঁর 'দাস আমি' হয়ে থাক।

কাদা ঘাঁটা ছেলের স্বভাব, মা কিন্তু মাঝে মাঝে গা সাফ্

করে দেন। মানুষ যতই পাপ করুক না কেন, ভগবান তাহার উদ্ধারেব পথ করে দেনই দেন।

ভক্তগণ।

ত্যাগী।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত	কলিকাতা	স্বামীবিবেকানন্দ।
রাখালচন্দ্র ঘোষ	বসিরহাট	স্বামীব্রহ্মানন্দ।
যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	দক্ষিণেশ্বর	স্বামীযোগানন্দ।
বাবুরাম ঘোষ	আঁটপুর	স্বামীপ্রেমানন্দ।
শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ময়াল, হুগলী	স্বামীসারদানন্দ।
শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী	ময়াল, হুগলী	স্বামীরামকৃষ্ণানন্দ।
গোপালচন্দ্র মণ্ডল	সিতি	স্বামীঅদ্বৈতানন্দ।
তারকচন্দ্র ঘোষাল	বারাশত	স্বামীশিবানন্দ।
নিরঞ্জন ঘোষ	বারাশত	স্বামীনিরঞ্জনানন্দ।
সুবোধচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	স্বামীসুবোধানন্দ।
রাক্তুরাম (লাটু)	ছাপরা	স্বামীঅদ্ভুতানন্দ।
হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	বেলঘরিয়া	স্বামীবিজ্ঞানানন্দ।
গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	স্বামীঅখণ্ডানন্দ।
কালিদাস চন্দ্র	কলিকাতা	স্বামীঅভেদানন্দ।
সারদাপ্রসন্ন মিত্র	কলিকাতা	স্বামীত্রিগুণাতীতানন্দ।
হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	স্বামীতুরীয়ানন্দ।
তুলসীদাস দত্ত	কলিকাতা	স্বামীনির্ম্মলানন্দ, ইত্যাদি।

ভক্তগণ।

গৃহী।

মথুরামোহন বিশ্বাস	কলিকাতা।
শম্ভুচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা।
কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায়	নেপাল।
কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল	সিঁতি।
ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা।
মনোমোহন মিত্র	কোন্নগর।
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	হালিসহর।
স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা।
ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	বরাহনগর।
বলরাম বস্থ	কলিকাতা।
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার)	কলিকাতা।
অধরচন্দ্র সেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট	কলিকাতা।
তারকনাথ মুখোপাধ্যায়	বেলঘরিয়া।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নাট্যকার	কলিকাতা।
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্ণি	কলিকাতা।
দুর্গাচরণ নাগ	দেওভোগ।
স্থরেশচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা,

ইত্যাদি।

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে গত দুই বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য—১।০ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৲ টাকা। ২য় খণ্ড অর্থাৎ গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ ১৷০; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৶০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্‌গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটী বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত। পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়গুলি ঐ পৃষ্ঠার পার্শ্বে মার্জিন্যাল নোটরূপে দেওয়া হইয়াছে। আবার ঐ নোটগুলি সম্বলিত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তারিত সূচীপত্র গ্রন্থের প্রথমে দিয়া পুস্তকমধ্যগত কোনও বিষয় খুঁজিয়া লইতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বার্দ্ধে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীমাকালীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং ৺শম্ভূচন্দ্র মল্লিকের তিনখানি হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে; এবং উত্তরার্দ্ধে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দির সম্বলিত সুন্দর ছবি, এবং মথুরবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, বলরামবাবু এবং গোপালের মা প্রভৃতি ভক্তগণের ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে।